20 FEB 2017

বইমেলা, বই ও মুক্তচিন্তা

সমাজ

মো. আবু সালেহ সেকেন্দার

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় হাঙ্গেরিতে অধ্যয়নরত

ফেব্রুয়ারির প্রতিদিনই শাহবাগ থেকে পলাশী, দোয়েল চত্বর থেকে নীলক্ষেত এক উৎসবের মেলা বসে। এই উৎসবের মূল কারণ বইমেলা। বাংলা একাডেমির একুশের বইমেলা। অফিস শেষে ক্লান্ত দেহ ও মনে বাড়ির পথে পা না বাড়িয়ে ঢাকা শহরের বিরক্তিকর জ্যাম ঠেলে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বইমেলায় প্রবেশের অভিজ্ঞতা আছে প্রায় সব ঢাকাবাসীর। শুধু ঢাকা নয়, বইমেলার সময় ঢাকার বাইরের শহরতলি এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও ছুটে আসে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিতে। ই-বইয়ের এই যুগে এখনও বইমেলার কাগুজে নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিতে শহর-গ্রাম, নগর-বন্দর, সমতল-পাহাড়ের লাখো প্রাণের ছুটে আসাই প্রমাণ করে– বাংলাদেশের মানুষ সত্যিই বই অন্তঃপ্রাণ। প্রবাসে বাস করায় এ বছর বইমেলায় ওই লাখো প্রাণের একজন হতে পারব না ভাবতে কান্না পাচ্ছে।

বইমেলা প্রাণের মেলা। বিগত বিএনপি-জামায়াতের ডাকা অনির্দিষ্টকালের অবরোধের সময় ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট প্রায় জনশূন্য হলেও বইপ্রেমীদের আগমনে বইমেলা প্রাণচাঞ্চল্য থেকেছে, যা এর বড় প্রমাণ। বইপ্রেমীরাই বইমেলায় নিয়মিত গিয়ে প্রথম অবরোধ ভেঙেছে। তবে বইমেলার প্রবেশপথে লেখক অভিজিৎ রায়কে জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা হত্যা করার পর থেকে বইমেলাকে ঘিরে এক ধরনের নিরাপত্তার শঙ্কা জেগেছে সবার মনে। সেই নিরাপত্তার শঙ্কা থেকেই গত বছর 'ইসলাম বিতর্ক' নামে একটি বই প্রকাশের দায়ে রোদেলা প্রকাশনীর স্টল বন্ধ ও প্রকাশককে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। এ বছরও বাংলা একাডেমি অগ্রিম সতর্কতা হিসেবে বইমেলার আগেই কয়েকটি প্রকাশনীকে প্রথমে বইমেলায় স্টল বরাদ্দ দিতে সম্মত হয়নি; তবে প্রগতিশীল ও বইপ্রেমীদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত একাডেমি তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে শর্তসাপেক্ষে ওই প্রকাশনীদের স্টল বরাদ্দ দিয়েছে। বাংলা একাডেমির এই সেন্সরশিপ আরোপ কতটুকু যৌক্তিক তা নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক উঠেছে। বইমেলার আগে একাডেমির সংবাদ সম্মেলনেও বিষয়টি ঘুরেফিরে এসেছে। যদিও একাডেমির পরিচালক সেই বিষয়ে কথা বলতে সম্মত হননি। মুক্তচিন্তার মানুষ বলে দাবিকারীরা একাডেমির এমন সেন্সরশিপের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বাংলা একাডেমির সেন্সরশিপ আরোপ নিয়ে প্রশ্নকারীদের প্রশ্ন উত্থাপনের শতভাগ যৌক্তিকতা রয়েছে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ধর্ম অবমাননার খোঁড়া যুক্তি দিয়ে বই

নিষিদ্ধ করা কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদের 'নারী' বই নিষিদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে বইটি আদালত কর্তৃক প্রকাশের অনুমতি প্রদানের ঘটনা প্রমাণ করে– অনেক সময় শুধু বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকের বই হওয়ার কারণে ধর্ম অবমাননার ছুতো তুলে বই নিষিদ্ধ হতে পারে। হুমায়ুন আজাদের 'নারী' বই নিষিদ্ধের ঘটনা এর বড় প্রমাণ।

দুই. সমালোচনার পাল্টা জবাব বই প্রকাশের মাধ্যমে হতে পারে; কিন্তু কোনোভাবেই বই নিষিদ্ধ করাকে সমালোচনার জবাব হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তবে কিন্তু স্থান, কাল, পাত্রভেদে বই প্রচার ও বিক্রির পরিসীমাও থাকা উচিত। বাংলা একাডেমির বইমেলা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অংশ। নানা মতের, নানা পথের মানুষের মিলন মেলা ঘটে এ বইমেলায়। এখন কেউ যদি মুক্তচিন্তার নামে বইমেলায় 'অশ্লীল বই' প্রকাশ ও বিক্রি করতে চায়, তাহলে মুক্তচিন্তার নামে ওই বই বইমেলায় বিক্রির অধিকার রয়েছে এমন মতকে সমর্থন করা যায় না। এ ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি বা প্রশাসন যদি ওই (অশ্লীল চটি বইয়ের) বিক্রি বন্ধ করে দেয়; সব প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তার মানুষের তা সমর্থন করা উচিত। পাশাপাশি ধর্মীয় পোশাক পরার কারণে কোনো লেখক বা দর্শনার্থীকে অযথা হয়রানি করার প্রতিবাদেও তারা সরব হবে, এমনটি কাম্য।

তিন. মুক্তচিন্তার উদ্দেশ্য জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সব অশুভকে দূর করা, সমাজ-রাষ্ট্রকে অন্ধকার থেকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মুক্তচিন্তার স্বাধীনতার অজুহাতে ধর্মকে সমালোচনার নামে 'অশ্লীল বই' প্রকাশের মাধ্যমে সেই উদ্দশ্য পূরণ কখনোই সম্ভব নয়। 'ইসলাম বিতর্ক' বইটি এ ক্ষেত্রে বড় উদাহরণ হতে পারে। আল্লাহ ও মহানবীর (সা.) সমালোচনা করতে গিয়ে যেসব শব্দ চয়ন করা হয়েছে, তা আর যাই হোক মুক্তচিন্তা হতে পারে না। ইসলাম ধর্ম নিয়ে সমালোচনা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু সমালোচনার নামে আল্লাহ, মহানবী (সা.), সাহাবি অথবা আল কোরআন নিয়ে অশ্লীল শব্দ চয়ন সমর্থন করা যায় না। তাই ওই ধরনের বই বাংলা একাডেমির বইমেলায় বিক্রি না করতে দেওয়াকে মুক্তচিন্তার ওপর আঘাত– এমন মতের পক্ষে নই। ওই বইটি আর যাই হোক মুক্তচিন্তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না।

গত বছর বইয়ের স্টল বন্ধ না করে বাংলা একাডেমি ওই বই স্টল থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারত। বই প্রকাশের দায়ে প্রকাশককে গ্রেফতার সমর্থন করা যায় না। এবারও যদি ইসলাম বিতর্কের মতো কোনো অশ্লীল বই বইমেলায় প্রকাশিত হয়, তাহলে প্রকাশনীকে ওই বই সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেবে– এমনটিই একাডেমির কাছে আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু কোনোভাবে যেন প্রকাশক গ্রেফতার বা স্টল বাতিল না করা হয়। কারণ এতে সামগ্রিক প্রকাশনা শিল্প ও জ্ঞানচর্চার ওপর প্রভাব পড়বে। এক ধরনের ভীতির পরিবেশ তৈরি হবে। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলো উৎসাহিত হবে। কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে অথবা ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলোর হুঙ্কারে যদি বই নিষিদ্ধ অথবা বইয়ের স্টল বন্ধ হতে থাকে, তাহলে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলোর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। এক সময় তাদের এই হুঙ্কারের পরিধি বাড়বে। তারা রাষ্ট্রযন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে। বিশ্বের ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস তাই বলে। তাই এ বছরের বইমেলায় ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলোর ভয়ে অথবা চাপে কোনো বইয়ের স্টল বন্ধের সিদ্ধান্ত যাতে না নেওয়া হয়, সেই বিষয়ে বাংলা একাডেমি ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

salah.sakender@outlook.com